লিঙ্গ বা হেতুর ত্রিবিধ বিভাগ

নব্য নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে লিঙ্গ বা হেতুর বিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে লিঙ্গ বা হেতু তিন প্রকার। যথা অন্বয়-ব্যতিরেকী, কেবলান্বয়ী এবং কেবলব্যতিরেকী। প্রাচীন নৈয়ায়িকরা যেখানে ব্যাপ্তি গ্রাহক সহচার দর্শনের দ্বারা হেতুর ত্রিবিধ ভেদ দেখিয়েছেন, সেখানে নব্য নৈয়ায়িকরা কিন্তু ব্যাপ্তি ভেদের দ্বারা অনুমানের ভেদের কথা বলেছেন। তাঁদের মতে যেহেতু ব্যাপ্তি তিন প্রকার, তাই হেতুও তিন প্রকার। অন্বয় সহচার দর্শনের দ্বারা যে ব্যাপ্তি তা অন্বয় ব্যাপ্তি। ব্যতিরেক সহচার দর্শনের দ্বারা যে ব্যাপ্তি তা ব্যতিরেক ব্যাপ্তি এবং অন্বয় ও ব্যতিরেক সহচার দর্শনের দ্বারা যে ব্যাপ্তি তা অন্বয়-ব্যতিরেক ব্যাপ্তি। যে ব্যাপ্তি জ্ঞানের ফলে যে অনুমিতি হয় এবং সেই ব্যাপ্তির মূলে যে ঐ তিন প্রকার হেতুই হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন এই হেতুগুলির স্বরূপ সম্পর্কে নৈয়ায়িক গণ কি বলেছেন তা আমরা বিশদে জেনে নেব।

অন্বয়-ব্যতিরেকী লিঙ্গ বা হেতু :- অন্নংভট্টের মতে যে হেতুটি অন্বয়ের দ্বারা অর্থাৎ যেখানে হেতু সেখানে সাধ্য এরূপ সহচার দর্শনের দ্বারা এবং ব্যতিরেকের দ্বারা অর্থাৎ যেখানে সাধ্যের অভাব সেখানে হেতুর অভাব এরূপ সহচারের দ্বারা ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হয়, তা অন্বয়-ব্যতিরেকী হেতু। যেমন 'পর্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই অনুমানের ক্ষেত্রে ধূমত্ব যে হেতুটি তা অন্বয়-ব্যতিরেকী হেতু। কারণ এই হেতুর অন্বয় সহচার যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি ও ব্যতিরেক সহচার যেখানে বহ্ন্যভাব সেখানে ধূমাভাব যথাক্রমে রান্নাঘর ও জলাশয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এই ধূমত্ব হেতুটি অন্বয়-ব্যতিরেকী হেতু।

অনুমিতির বিভাগ লিঙ্গের বিভাগের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায়, অন্বয়-ব্যতিরেকি লিঙ্গের ওপর নির্ভরশীল অনুমিতিকে বলা হয়, ‘অন্বয়-ব্যতিরেকি অনুমিতি’। এপ্রকার অনুমিতির ব্যাপ্তি বাক্যটির যেমন অন্বয় দৃষ্টান্ত থাকে, তেমনি ব্যতিরেক দৃষ্টান্তও থাকে। ধূম ও বহ্নির অন্বয় ব্যাপ্তি এবং বহ্নির অভাব ও ধূমের অভাবের ব্যতিরেক ব্যাপ্তির সাহায্যে ‘পর্বতটি বহ্নিমান’ এমন অনুমিতি উৎপন্ন হয়। আমরা এখন একটি অন্বয় ব্যাপ্তি ও অন্য একটি ব্যতিরেক ব্যাপ্তির দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টিকে সহজবোধ্য করতে পারি।

অন্বয়ব্যাপ্তি

পর্বতটি বহ্নিমান,
যেহেতু পর্বতটি ধূমবান,
যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি যেমন পাকশালা,
পর্বতটি ধূমবান,
সুতরাং পর্বতটি বহ্নিমান।

ব্যতিরেকব্যাপ্তি

পর্বতটি বহ্নিমান,
যেহেতু পর্বতটি ধূমবান,
যেখানে বহ্নির অভাব সেখানে ধূমের অভাব যেমন মহাহ্রদ,
পর্বতটি ধূমবান, *
সুতরাং পর্বতটি বহ্নিমান।

* এখন ব্যতিরেকব্যাপ্তির ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে বহ্ন্যভাবের সহিত ধূমাভাবের যে ব্যাপ্তি তার আশ্রয় কোনটি - ? বহ্ন্যভাব নাকি ধূম ? এর উত্তরে যদি কেউ বলেন, এক্ষেত্রে ব্যাপ্তির আশ্রয় বহ্ন্যভাব, তাহলে বহ্ন্যভাবকেই লিঙ্গ বলে স্বীকার করতে হবে; কারণ যা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট তারই পরামর্শ থেকে অনুমিতি উৎপন্ন হয়। এখন ধূম যদি ব্যাপ্তির আশ্রয় না হয়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে ধূম লিঙ্গই হতে পারে না। তাই স্বীকার করতেই হবে ব্যতিরেকব্যাপ্তির আশ্রয়ও ধূম। আর তাই সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় টীকাতে ব্যতিরেক ব্যাপ্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তা হল - 'সাধ্যাভাবব্যাপকী ভূতাভাব প্রতিযোগিত্বম' অর্থাৎ সাধ্যের অভাবের ব্যাপক হয় যে অভাব, সেই অভাবের যা প্রতিযোগী - সেরূপ হেতুই ব্যতিরেক ব্যাপ্তির আশ্রয়। এখানে সাধ্য = বহ্নি। সুতরাং সাধ্যাভাব = বহ্ন্যভাব। বহ্ন্যভাবের ব্যাপকীভূত যে অভাব, তা হল ধূমাভাব,(কারণ যেখানে বহ্ন্যভাব থাকে সেখানে ধূমাভাব থাকে-এই নিয়মে)সেই অভাবের প্রতিযোগী অর্থাৎ ধূমাভাবের প্রতিযোগী হল ধূম। আর এই ধূম পর্বতে আছে। আর তাই উপনয় বাক্য হল পর্বতটি ধূমবান। সুতরাং সিদ্ধান্ত বাক্যটি হল পর্বতটি বহ্নিমান।

কেবলান্বয়ী লিঙ্গ বা হেতু :- আবার কোন হেতুর ক্ষেত্রে যদি কেবল অন্বয়ের সহচারের দ্বারা ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ হেতুর ব্যতিরেক সহচার সম্ভব না হয়, তাহলে ঐ হেতুকে কেবলান্বয়ী হেতু বলে। যেমন 'ঘটঃ অভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ পটবৎ' এই অনুমানের প্রমেয়ত্ব হেতুটি এরূপ হেতু। কারণ এই হেতুটির কেবল যেখানে যেখানে প্রমেয়ত্ব সেখানে সেখানে অভিধেয়ত্ব, যেমন পট - এরূপ সহচার সম্ভব হলেও যেখানে অভিধেয়ত্বের অভাব সেখানে প্রমেয়ত্বের অভাব এরূপ সহচার সম্ভবই নয়। কারণ সহচার প্রতিষ্ঠার জন্য যে দৃষ্টান্ত, তা পাওয়া যায় না। তাই এই হেতুটি কেবলান্বয়ী হেতু। এক্ষেত্রে কেন ব্যতিরেক ব্যাপ্তি সম্ভব নয় তা আমরা দেখে নিতে পারি।

‘প্রমেয়ত্ব’ কথাটির অর্থ হল প্রমার বিষয়ত্ব বা যথার্থ জ্ঞানের বিষয়ত্ব। যেমন ঘট, পটাদি প্রভৃতি বিশ্বের যাবতীয় বস্তু। তাই তাতে প্রমার বিষয়ত্ব আছে। সাধারণ মানুষ অল্পজ্ঞ বলে, তাদের সকল বিষয়ের জ্ঞান হয় না সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের হয়। কারণ ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। অপর দিকে অভিধেয় বলতে অভিধা বৃত্তির দ্বারা বোধিত পদার্থ। কোন পদ অভিধা বা শক্তির দ্বারা যে অর্থকে বোঝায়, সেই অর্থকে অভিধেয় বলে। জগতের সকল বস্তু অভিধা বা নামের দ্বারা বোধিত হয়। তাই সকল পদার্থে অভিধেয়ত্ব আছে। জগতের সকল বস্তুতে অভিধেয়ত্ব ও প্রমেয়ত্ব থাকায়, যেখানে অভিধেয়ত্বেয় অভাব এবং সেখানে প্রমেয়ত্বের অভাব এরূপ ব্যতিরেক সহচার সম্ভবই নয়। তাই প্রমেয়ত্ব হেতুটি কেবলান্বয়ী। যে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হয় না, তাকে কেবলান্বয়ী বলে।

এখন অনুমিতির বিভাগ লিঙ্গ-এর বিভাগের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায়, কেবলান্বয়ী লিঙ্গের ওপর নির্ভরশীল অনুমিতিকে বলা হয় 'কেবলান্বয়ী আনুমিতি'। এই অনুমিতির পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের আকারটি নিম্নরূপ ঃ-

প্রতিজ্ঞা - ঘট অভিধেয়,

হেতু - যেহেতু তাতে প্রমেয়ত্ব আছে,

উদাহরণ - যেখানেই প্রমেয়ত্ব, সেখানেই অভিধেয়ত্ব, যেমন পট, ইট, কাঠ ইত্যাদি।

উপনয় - ঘটে প্রমেয়ত্ব আছে

অতএব নিগমন - ঘটে অভিধেয়ত্ব আছে।

কেবলব্যতিরেকী লিঙ্গ বা হেতু :- যে হেতুটির কেবল মাত্র ব্যতিরেক ব্যাপ্তি সম্ভব, অন্বয় ব্যাপ্তি সম্ভবই নয় তা কেবলব্যতিরেকী হেতু। যেমন 'পৃথিবী ইতরভিন্না গন্ধবত্ত্বাৎ' এই অনুমানের গন্ধবত্ত্ব হেতুটি ঠিক এরকমই একটি হেতু। যেখানে যেখানে ইতরভিন্নত্বের অভাব সেখানে সেখানে গন্ধবত্ত্বের অভাব এরূপ ব্যতিরেক ব্যাপ্তি সম্ভব হলেও যেখানে যেখানে গন্ধবত্ত্ব সেখানে সেখানে ইতরভিন্নত্ব - এরূপ অন্বয় ব্যাপ্তি সম্ভবই নয়। কারণ এই ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কোন দৃষ্টান্তই পাওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু পৃথিবীর একমাত্র গন্ধ গুণ আছে এবং সকল পার্থিব দ্রব্যই পৃথিবীরূপ পক্ষের অন্তর্গত। তাই এই অন্বয় ব্যাপ্তির সপক্ষে যাই দৃষ্টান্ত দেওয়া হোক না কেন তা কোন না কোন পার্থিব দ্রব্যই হবে। কিন্তু যেহেতু তা পক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাই পার্থিব দ্রব্যকে দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাবে না। ফলে অন্বয় ব্যাপ্তি সম্ভবই নয়। কিন্তু ব্যতিরেক ব্যাপ্তির দৃষ্টান্ত হিসাবে পৃথিবী ভিন্ন যেকোন পদার্থকে ধরা যেতে পারে। যেহেতু সেই পদার্থ গুলিতে ইতরভিন্নত্বের অভাব আছে। আর এই কারণেই 'গন্ধবত্ত্ব' হেতুটি কেবলব্যতিরেকী।

আমরা জানি সাধ্যাভাবে হেত্বভাবের ব্যাপ্তি ব্যতিরেক ব্যাপ্তি। উক্ত অনুমানে ইতরভেদ সাধ্য হয়েছে, সুতরাং যেখানে ইতরভেদের অভাব আছে, সেখানে গন্ধবত্ত্বের অভাব আছে - এরূপ ব্যাপ্তি হবে। এতে দৃষ্টান্তের অভাব হবে না। জল, তেজ প্রভৃতিতে ইতরভেদের অভাব আছে। তাই এগুলি এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

এখানে অন্নংভট্ট দীপিকা টীকাতে একটি সমস্যার উল্লেখ করে তার যেভাবে সমাধান করেছেন, তা আমরা এখন আলোচনা করতে পারি। পূর্বোক্ত অনুমানে পৃথিবী পক্ষ ও ইতরভেদ সাধ্য হয়েছে। এতে আপত্তি হতে পারে যে, সাধ্য ইতরভেদ প্রসিদ্ধ কি না ? যেমন পর্বতঃ বহ্নিমান ধূমাৎ - এর ক্ষেত্রে কোথাও সাধ্য অগ্নি প্রসিদ্ধ কি না ? এরূপ প্রশ্ন হলে বলতে হয় যে, ঐ অগ্নিরূপ সাধ্য প্রসিদ্ধ অর্থাৎ পূর্বজ্ঞাত মহানস ইত্যাদিতে। আলোচ্য অনুমানে সাধ্য ইতরভেদ মহানসে অগ্নির ন্যায় কোথাও প্রসিদ্ধ বা পূর্বজ্ঞাত কি না ? যদি প্রসিদ্ধ হয় অর্থাৎ কোন স্থানে পূর্বজ্ঞাত হয়, তাহলে তো কেবল ব্যতিরেকব্যাপ্তি হবে না। কারণ ইতরভেদ সাধ্য যে অধিকরণে প্রসিদ্ধ, সেখানে যদি গন্ধবত্ত্ব হেতু থাকে, তাহলে অন্বয়ব্যাপ্তিও হতে পারে।

এখন ধরা যাক ঘটে ইতরভেদ সাধ্য প্রসিদ্ধ। তাহলে দেখতে হবে, ঐ ইতরভেদ সাধ্যের অধিকরণ ঘটে ইতরভেদ সাধ্য প্রসিদ্ধ কি না ? যদি সেখানে হেতু থাকে, 'তাহলে যত্র ঘটে গন্ধবত্ত্বং, তত্র ইতরভেদঃ' - এরূপ অন্বয়ব্যাপ্তি হবে। যেখানে ইতরভেদ সাধ্য প্রসিদ্ধ, সেখানে যদি গন্ধবত্ত্বহেতু না থাকে, তাহলে উক্ত অনুমানে কেবল ব্যতিরেকব্যাপ্তি সম্ভবই হবে না। যেহেতু সাধ্যের অধিকরণে (যে অধিকরণে সাধ্যের নিশ্চয় থাকে সেখানে) হেতু না থাকায় অসাধারণ সব্যভিচার হেত্বাভাসই হবে অর্থাৎ ইতরভেদরূপ সাধ্যের অধিকরণ যদি কোন পার্থিব দ্রব্য হয়, তাহলে 'যত্র গন্ধবত্ত্বমং তত্র ইতরভেদঃ' - এরূপ অন্বয় ব্যাপ্তিতে ঐ পার্থিব দ্রব্যই দৃষ্টান্ত হতে পারবে। তাহলে উক্ত অনুমানের হেতুকে আর কেবল ব্যতিরেকি বলা সঙ্গত হবে না।

যদি ইতরভেদরূপ সাধ্যের অধিকরণ জলাদি দ্রব্য কিংবা গুণাদি পদার্থ হয়, তাহলে নিশ্চিত সাধ্যাধিকরণরূপ সপক্ষে হেতুর বৃত্তিত্ব না থাকায়(কেবল পক্ষবৃত্তি হওয়ায়) উক্ত অনুমানে অসাধারণ নামক অনৈকান্তিক হেত্বাভাস হবে, কেবল ব্যতিরেকী হেতু পাওয়া সম্ভব হবেই না। যদি ইতরভেদ সাধ্য অপ্রসিদ্ধ হয় অর্থাৎ পূর্বে জ্ঞাত না হয়ে থাকে, তাহলে ঐরূপ সাধ্যবিশিষ্ট অনুমিতি সম্ভবই নয়। আমরা জানি বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রতি বিশেষণের জ্ঞানকে কারণ হতে হয় এবং ঠিক এই কারণেই পূর্বে বিশেষণের জ্ঞান অপেক্ষিত হয়। আলোচ্যক্ষেত্রে ইতরভেদরূপ বিশেষণের জ্ঞান পূর্বে না হওয়ায় ইতরভেদবিশিষ্ট অনুমিতি সম্ভবই নয়। আমরা পূর্ব থেকেই জানি স্যাধ্যাভাবব্যাপকাভাবপ্রতিযোগিত্বই ব্যতিরেকব্যাপ্তি। ব্যতিরেকব্যাপ্তির জ্ঞানে সাধ্যাভাবের জ্ঞান অবশ্যই অপেক্ষিত হয় এবং সাধ্যাভাবের জ্ঞানে সাধ্যের জ্ঞান অপেক্ষিত হয়। যদি সাধ্যের জ্ঞান না থাকে, সাধ্য যদি অপ্রসিদ্ধ হয়, তাহলে ব্যতিরেক ব্যাপ্তির জ্ঞান হতেই পারে না। সুতরাং ‘পৃথিবী ইতরভিন্না গন্ধবত্ত্বাৎ’ - এই অনুমানের ‘গন্ধবত্ত্ব’ হেতুকে কেবলব্যতিরেকীর দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা সঠিক হয় নি।

উক্তরূপ সমালোচনার উত্তরে অন্নংভট্ট দীপিকা টীকাতে বলেন - 'জলাদি ত্রয়োদশান্যোন্যাভাবানাং ত্রয়োদশেষু প্রত্যেকং প্রসিদ্ধানাং মেলনং পৃথিব্যাং সাধ্যতে' ইত্যাদি। পৃথিবীতে ইতরভেদসাধক অনুমানে ইতরভেদ সাধ্য হয়েছে। এখানে 'ইতর' শব্দের দ্বারা জলাদি পদার্থকে বুঝতে হবে। সুতরাং ইতরভেদ ঘটাদিতে প্রসিদ্ধ হতে পারে না। আর এইজন্য অন্বয়ব্যাপ্তিও হবে না। যেখানে গন্ধবত্ত্ব নাই সেখানে ইতরভেদের প্রসিদ্ধিতে অসাধারণ সব্যভিচার হেত্বাভাসও হবে না, যেহেতু এখানে ইতরভেদ শব্দের দ্বারা পৃথিবীভিন্ন পদার্থের ভেদ বোঝানো হয়েছে। পৃথিবীভিন্নরূপে যে সকল পদার্থকে বোঝানো হয়েছে, সেই পদার্থগুলির সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে। অন্নংভট্টের মতে এই পৃথিবীভিন্ন পদার্থ মোট তেরটি। জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন এই আটটি দ্রব্য এবং গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এই পাঁচটি পদার্থ - সাকল্যে এই তেরটি পদার্থ পৃথিবী হতে ভিন্ন। জলাদিত্রয়োদশ শব্দের দ্বারা টীকাকার ঐরূপই বুঝিয়েছেন।

অন্নংভট্টের বক্তব্যের সারকথা হল, জলাদি ত্রয়োদশ পদার্থে একের সঙ্গে অপরের ভেদ থাকায়, ত্রয়োদশ পদার্থের প্রত্যেকটিতে প্রত্যেকের ভেদ ‘প্রসিদ্ধ’ই হয়। তাহলে, আকাশকুসুমের মতো ইতর-ভেদকে আর কাল্পনিক বলা চলে না। তবে জলাদি ত্রয়োদশ পদার্থের প্রত্যেকটিতে প্রত্যেকের ভেদ প্রসিদ্ধ হলেও জলাদি পদার্থের কোন একটিতেও তাদাত্ম্যের ভেদ থাকে না। জলে তেজের ভেদ, বায়ুর ভেদ ইত্যাদিরূপে ভেদ থাকলেও জলে জলের ভেদ থাকে না। তেজ, বায়ু ইত্যাদি পদার্থ সম্পর্কেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য।

কেবলমাত্র পৃথিবীতেই জলাদি ত্রয়োদশ পদার্থের ত্রয়োদশ-ভেদের ‘মেলন’ বা সমুদায় থাকা সম্ভব, কেবল পৃথিবীতে ‘পৃথিবী জল-ভিন্ন’, ‘তেজ ভিন্ন’ ইত্যাদিরূপে ত্রয়োদশ পদার্থের ত্রয়োদশ ভেদের মেলন বা ভেদ-সমুদায় সাধ্যরূপে(পৃথিব্যাং সাধ্যতে) গ্রাহ্য হতে পারে। তাহলে পক্ষ ‘পৃথিবীতে’ সাধ্য ‘ইতর-ভেদ’ অপ্রসিদ্ধ হয় না। এমন ক্ষেত্রে ব্যতিরেকব্যাপ্তি অনুপপত্তি হতে পারে না। ‘পৃথিবী’কে পক্ষ, ‘ইতর-ভেদ’কে সাধ্য এবং ‘গন্ধবত্ত্ব’কে হেতু ধরে অন্বয়ব্যাপ্তি সম্ভব না হওয়ায়, কেবলবাতিরাকি ব্যাপ্তিই সম্ভব হবে। যার আকার হল - ‘যেখানেই ইতরভেদের অভাব, সেখানেই গন্ধাভাব থাকে’ - ‘যে যে পদার্থ জলাদি ত্রয়োদশ পদার্থ থেকে ভিন্ন নয়, সেই সেই পদার্থ গন্ধযুক্ত নয়, যথা জল’।

এরূপ ক্ষেত্রে ‘গন্ধবত্ত্ব’ হেতু বা লিঙ্গটি কেবলব্যতিরেকি হওয়ায় পঞ্চাবয়বী কেবলব্যতিরেকির আকারটি হবে -

প্রতিজ্ঞা - পৃথিবীতে ইতরভেদ আছে,

হেতু - যেহেতু (পৃথিবীতে) গন্ধ আছে,

উদাহরণ যা ইতরভেদবিশিষ্ট নয়, তা গন্ধবান নয়, যথা জল।

উপনয় - পৃথিবী তেমন নয় অর্থাৎ ইতরভেদাভাবব্যাপ্য গন্ধাভাব পৃথিবীতে নাই,

নিগমন - সুতরাং পৃথিবী ইতরভিন্ন অর্থাৎ পৃথিবীতে ইতরভেদ আছে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ